"মিষ্টি বাচ্চারা - যখন তোমরা বাবার কোলে স্থান লাভ করো, তখন এই সমগ্র দুনিয়াটাই সমাপ্ত হয়ে যায়, তোমাদের পরবর্তী জন্ম নতুন দুনিয়াতে হয়ে থাকো। সেইজন্যই কথায় আছে - তুমি মরলে তোমার পুরো দুনিয়াই তোমার কাছে মৃত"

*প্রশ্নঃ - কোন্ লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে, বাবার অবতরণকে প্রমাণ করতে পারো?

*উত্তরঃ - ভারতে প্রত্যেক বছর পিতৃ তর্পণ ও প্রেত ভোজন করা হয়ে থাকে । কোনো ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই আত্মাকে আহ্বান করা হয়, তারপর তার সাথে বার্তালাপ করা হয়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে চাওয়া হয় । শরীরের আগমন হওয়া সম্ভব নয়, আত্মাই আসে। এসবই ড্রামাতে নির্ধারিত হয়েই আছে। যেমন ভাবে আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করতে পারে, ঠিক তেমনভাবেই পরমাত্মারও অবতরণ হয়ে থাকে - বাচ্চারা, এইভাবে তোমরা এ'কথা সিদ্ধ করে সকলকে বোঝাতে পারো।

*গীতঃ- তোমার গলিতেই মরবো মোরা....

ওম্ শান্তি । এ তো এখনকারই গায়ন, যা পরবর্তীকালে ভক্তি মার্গে গাওয়া হয়ে থাকে। এই সময়ে, যখন তোমরা বাবাকে আপন করে নিয়ে, শারীরিকভাবে জীবিত থেকেও, বাকি সব কিছু থেকে মরে যাও, তখন সমস্ত দুনিয়াটাই সমাপ্ত হয়ে যায়। অজ্ঞানতার সময় যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন পুনরায় এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই দুনিয়া তো সদা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কথায় আছে - যে মরে যায়, তার কাছে সমগ্র দুনিয়াটাই মরে যায়। কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, তখন এই দুনিয়ার বিনাশ হয় না। তাকে পুনরায় এই দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। যখন তোমাদের মৃত্যু হবে, তখন এই দুনিয়াটাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে তোমরা নতুন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করবে - একথা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো, তাই তোমরা সত্যযুগের বার্থ রাইট (জন্মানোর অধিকার) প্রাপ্ত করে থাকো, স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করে থাকো। নরক সমান কলিযুগের সমাপ্তি ঘটে । এতে কোনো মেহনতের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক দুনিয়াতে যখন কোন মানুষের মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন তাকে রাম নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়। তারপর তার মৃত্যুর পর তার দেহকে নিয়ে যখন শ্মশানের অভিমুখে যাত্রা করা হয়, তখন সবাই বলতে থাকে যে - রাম নাম সত্য। তারা অজ্ঞাতে ভগবানকেই স্মরণ করে। রাম নাম সত্য - এ কথার অর্থ হলো, পরমপিতা পরমাত্মা যিনি একমাত্র সত্য, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। ভক্তরা রাম রাম উচ্চারণ করতে করতে মালা জপ করে। এই রাম নাম এত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যেন মনে হয় কোনো সঙ্গীত অনুরণিত হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা এখন বোঝাতে থাকেন যে, মুখে কোনো আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে - যখন কেউ জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরের কোলে আশ্রয় পায়, তখন তার কাছে এই দুঃখদায়ক দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা তোমার গলার হার হয়ে থাকবো। রুদ্রমালার গায়ন রয়েছে। রাম মালা বলা হয় না। যাতে রুদ্রমালাতে তোমাদের স্থান লাভ হয়, তার জন্য তোমরা এখন এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে যোগদান করেছ - যেমনভাবে পূর্বকল্পেও করেছিলে। এইরকম আর কোনো সৎসঙ্গ নেই যেখানে সকলে এই উপলব্ধি করে যে তারা ঈশ্বর অর্থাৎ তাদের বাবার গলার মালা হয়ে যাবে। বাবার থেকে বাচ্চারা তো উত্তরাধিকার অবশ্যই পাবে। ঈশ্বরকে বাবা বলে আহ্বান করে কে? আত্মা। আত্মার মধ্যে বুদ্ধি রয়েছে। বুদ্ধিতে প্রথমে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় তারপরে তা বাণীতে আসে - অর্থাৎ প্রথমে সংকল্প সৃষ্টি হয় তারপর কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়। বাচ্চারা বলে যে, আমরা অবশ্যই বাবারই হয়েছিলাম আর বাবার হয়েই থাকবো। এই অন্তিম জন্মে মানুষ তাঁকে গডফাদার বলে। তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করো যে, তাদের কাছে কি গডফাদারের নলেজ রয়েছে? তখন তারা বলবে যে - ভগবান তো সর্বব্যাপী। তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বলো - তোমাদের আত্মা যাকে পরমপিতা বলে আহবান করছে, সেই পিতা কিভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন? পিতা কিভাবে তাঁর সন্তানের মধ্যে আসতে পারেন? বাবাকে সর্বব্যাপী বলা একেবারেই অনুচিত। এ সকল কথা খুব ভালোভাবে প্রথমে নিজে বুঝে নিয়ে, তারপর অন্যদেরকে বোঝাতে হবে।

রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞ বিখ্যাত। রুদ্র তো নিরাকার, শ্রীকৃষ্ণ সাকার শরীরধারী। তাহলে কাকে ভগবান বলা যায়? শ্রীকৃষ্ণ কে ভগবান বলা যায় না। সাদাসিধে আলাভোলা মানুষেরা বলে - গড ইজ অমনি প্রেজেন্ট (ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান) । প্রকৃতপক্ষে বাবা তো তাঁর নিজের ঘরেই থাকেন, আর কোথায় থাকবেন? এখন বাবা এসেছেন অসীমের এই ঘরে, তিনি

এখানে বিরাজমান হয়ে আছেন। বাবা বলেন যে - আমি এঁর শরীরে প্রবেশ করেছি। ঠিক যেমনভাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পিতৃপুরুষকে আহবান করা হয়। যখন কেউ নিজের লৌকিক পিতার আত্মাকে পিন্ডদান করে, তখন আত্মা বলে যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি, কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জিজ্ঞাসা করো। আগেকার কালে পিতৃপুরুষদেরকে আহবান করার প্রথা ছিল। পিতৃপুরুষ তো আত্মা। পিতৃপুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকেই খাওয়ানো হয়। মানুষ বলে যে আজ তার দাদুর পিন্ডদান, কাল অমুক ব্যক্তির পিন্ডদান। সুতরাং আত্মাকে আহ্বান করা হয়, খাওয়ানো হয়। কোনো ব্যক্তির যদি তার স্ত্রী'র প্রতি ভালোবাসা থাকে, তার দেহত্যাগ করার পরেও সেই আত্মাকে সে আহ্বান করে। ওই ব্যক্তি বলে যে, সে কথা দিয়েছিল, সে তার স্ত্রীকে হীরের নাকছাবি গড়িয়ে দেবে। তাই ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে তাদেরকে হীরের গহনা পরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে আহবান করা হয় আত্মাকে, সেই পুরাতন দেহ কখনোই ফিরে আসে না। এই প্রথা ভারতেই একমাত্র রয়েছে। কারোর মৃত্যুর পর যখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে বাবার কাছে ভোগ নিবেদন করো, ভোগ নিবেদন করার জন্য সূক্ষ্মলোকে যাও, তখন সেই আত্মাও সূক্ষ্মলোকে আসে। এসব হল একেবারে নতুন কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এসব কথা ভালোভাবে বুঝতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনে সন্দেহ আসতে থাকে যে - এসব এরা কি করছে? ব্রাহ্মণদের এ কেমন রীতিনীতি ! সকল মন্দির ইত্যাদি স্থানে ভোগ অর্পণ করা হয়। পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ অর্পণ করা হয়। গুরুনানকের আত্মাকেও ভোগ অর্পণ করা হয় - কিন্তু এখন সেই আত্মা কোথায়? মানুষ এসব কথা বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে যারা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন, এখন তারা সবাই এখানেই রয়েছেন। বাবা বলেন যে - আমি ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করি । তিনি তো পতিতপাবন। পবিত্র আত্মারাই এসে ধর্ম স্থাপন করে থাকেন। কিন্তু সতপ্রধান আত্মাকে পুনরায় সতঃ রজঃ তমঃতে আবর্তিত হতেই হয়। এখন সকল আত্মাই কবরদাখিল রয়েছে । বাবা তো পতিত পাবন। তিনি কখনোই কবরদাখিল হন না । মানুষকে কখনোই পতিত পাবন বলা যায় না। যিনি পতিত পাবন হবেন, তিনি সমগ্র দুনিয়ারই পতিতপাবন হবেন। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে পারেন না। বাদবাকি সমস্ত ধর্মপিতা ধর্মনেতারা আসেন নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করতে। খ্রীস্টান ধর্মের উৎপত্তি ওখান থেকেই হয়েছে। প্রথমে ক্রাইস্ট এসেছিলেন তারপর তাঁর পরবর্তীকালে সেই ধর্মের সকলেই আসতে থাকে এবং খ্রুস্টান ধর্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তিনি পতিতদেরকে পবিত্র করে তোলেন না। ক্রম অনুযায়ী সেই ধর্মের লোকেরা আসতে থাকেন। এই সময় যখন সব আত্মাই কবরদাখিল রয়েছে, সেই সময়ই তো পতিত পাবনের প্রয়োজনীয়তা - বাবা আসেন এবং সকলকে পবিত্র করে তোলেন একমাত্র তিনি।

এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন সমস্ত দুনিয়াটাই অধঃপতিত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বটগাছের কথা বলা হয়, অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল তার অস্তিত্ব থাকলেও, কিন্তু তার মূল ভীতটাই নষ্ট হয়ে গেছে, শুধুমাত্র শাখা প্রশাখা গুলোই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সৃষ্টি চক্রও তেমনি একটি বিশাল বট বৃক্ষের মতো। দেবী দেবতা ধর্মের যে ভিতটা রয়েছে, তার মূল একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বাদবাকি সবই রয়েছে। যদি বীজ থাকে, তবেই তো তার পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। বাবা বলেন - আমি পুনরায় এসে স্থাপন করাই। ব্রহ্মার মাধ্যমে স্থাপনার কাজ করাই এবং শঙ্করের মাধ্যমে বিনাশ। বরাবর ভাবেই অনেক ধর্মের বিনাশ হয়েছিল। যারা রাজযোগ শিখেছে, মহাভারত যুদ্ধের সময় তাদের রাজধানী স্থাপন হয়। তোমরা জানো যে, এখন তোমরা বাবার সাথে ফিরে যাবে, তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসবে। তারপর এই মনুষ্য সৃষ্টির কল্পবৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। এক সময় যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তা এখন অবলুপ্ত প্রায়। বাবা বলেন যে - আমি পুনরায় এসে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করাই। যে ভারতের স্থান সমগ্র বিশ্বের দরবারে অগ্রগণ্য ছিল, এখন সেই ভারতে গ্রহণ লেগেছে। কাম বিকারের চিতায় বসে, জ্বলে পুড়ে তোমাদের আত্মা কালো হয়ে গেছে। এখন আবার তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে, গৌরবর্ণ হয়ে উঠছো। তোমরা হয়ে গিয়েছিলে শ্যামবর্ণ, শ্যামকে সুন্দর গৌরবর্ণ করে তুলছেন পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তাঁরই শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা এভার পিওর (সদা পবিত্র) গৌরবর্ণ। যেমন ভাবে সোনাতে খাদ মেশানো থাকে, তেমনভাবেই আত্মাতেও অশুদ্ধি মিশ্রিত হয়ে গেছে । এখন তোমরা একথা জানো যে - এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হতে চলেছে, সকলের মৃত্যু সুনিশ্চিত। তখন তোমাদেরকে বলার কেউ থাকবে না যে বলবে - রাম রাম বলো। যখন জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু হলো, তখন তাঁর চিতাভস্ম মাঠে ক্ষেতে সব জায়গায় ছড়ানো হয়েছিল, যাতে তা উত্তম সারের কাজ করে। গাছে যখন পোঁকা ধরে, তখন তাতে ছাই ইত্যাদি দিলে তা কীটনাশকের কাজ করে। এখন এই সমগ্র পৃথিবীতে অনেক ছাই পাওয়া যাবে। বড় বড় সন্ন্যাসী, মহাত্মারা যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাদের চিতাভস্ম যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয় না। সন্ন্যাসীরা হলো সবচেয়ে উত্তম। এখন কতজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে রয়েছে! কত সার পাওয়া যাবে! তারই ফলে নতুন সৃষ্টিতে ফার্স্ট ক্লাস সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হবে। সত্যযুগে সমস্ত প্রকৃতি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে থাকে। এই সৃষ্টিকে নতুন করে গড়ে তুলতে সময় লাগে। যখন তোমরা সূক্ষ্মলোকে যাও, তখন কত বড় বড় ফল তোমাদেরকে দেখানো হয়, সোমরস পান করানো হয়। তোমরা ভেবে দেখো কত উত্তম সার প্রাপ্ত হবে! বিশেষ করে ভারতে। নতুন দুনিয়াতে কত ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। সারযুক্ত হয়ে সমগ্র দুনিয়াটাই নতুন

করে উর্বর হয়ে উঠবে। সূক্ষ্মলোকে তোমাদেরকে বৈকুন্ঠের সোমরস খাওয়ানো হয়। সুন্দর উদ্যান ইত্যাদির সাক্ষাৎকার করানো হয়। বাচ্চারা, এসব সাক্ষাৎকার করেছে। তারা সোমরস পান করে ফিরে আসে। প্রিন্স প্রিন্সেস (রাজকুমার রাজকুমারীরা) বাগান থেকে ফল ইত্যাদি নিয়ে আসে, কিন্তু সূক্ষ্মলোকে তো এইরকম কোনো বাগানই নেই। তাহলে ওরা নিশ্চয়ই বৈকুন্ঠে গিয়েছিল। প্রত্যেককে বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন না। যারা নিমিত্ত হয়ে থাকেন, তাদেরকেই সাক্ষাৎকার করানো হয়। যদি তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, বাবার সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে পরবর্তীকালে হয়তো তোমাদেরকেও বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন। প্রথমের দিকে গোশালা তৈরি হতো, যোগ ভাট্টিতে পাকাপোক্ত করানো হতো, অনেকেই এসেছিল তখন।

বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে, কাউকে শুধুমাত্র লিটরেচার (কাগজে লেখা মুরলী অথবা সাত দিনের কোর্সের বই) দিলে, সে তা বুঝতে পারবে না। তা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য টিচারের প্রয়োজন। টিচার এক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝিয়ে দেবে যে - ইনি তোমাদের বাবা, ইনি ঠাকুরদা, ইনি অসীম জগতের পিতা ও স্বর্গের রচয়িতা। শুধুমাত্র কাউকে এই লিটরেচার দিয়ে দিলে, সে তা দেখে ফেলে দেবে, কিছুই বুঝতে পারবে না। অন্ততপক্ষে তাকে এটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাবা এসেছেন। এইভাবে ঢাক পেটানো - এতো তোমাদেরই কর্তব্য। যাদব-কৌরবরাও অবশ্যই রয়েছে আর মহা ভয়ংকর যুদ্ধও সম্মুখে দন্ডায়মান। নিশ্চয়ই এমন কেউ থাকবেন যিনি রাজযোগ শিখিয়ে দেবেন। আর তারপর স্বর্গের স্থাপনার কাজও অবশ্যই হবে। এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে, তোমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে উঠছো। এটাই তোমাদের এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য)। মানুষ থেকে দেবতা গড়ে তোলার জন্য, করাত দিয়ে কাটতে হয় না কিংবা এতে কোনো হাতুড়ি ছেনির আঘাত করতে হয় না। শুধুমাত্র সূর্যবংশীদেরকেই দেবতা বলা হয়। চন্দ্রবংশীদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। প্রথমে তো দেবতা হওয়া উচিত, তাই না! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে তখন ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম নিতে হয়। তাই বাবা স্নেহভরে বাচ্চাদেরকে বলেন - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা। বাবার হারানিধি বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক! যদি কারোর সন্তান হারিয়ে যায় আর ৬-৮ মাসের পর তাকে ফিরে পায়, তখন কত ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে ধরে! বাবা কত আনন্দিত হয়ে ওঠেন! বাবাও বলেন - আদরের হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছরের পর আমার কাছে এসেছো। প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ, অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি ইজ ইওর গড ফাদারলি বার্থ রাইট (দৈবী দুনিয়া হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার)। বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাদশাহী দেওয়ার জন্য এসেছেন। ইনি হলেন হেভেনলি গডফাদার (ঈশ্বরীয় পরমপিতা)। বাবা এসে বলেন যে - বাচ্চারা, দেখো তোমাদের জন্য কত বড় উপহার নিয়ে এসেছি! কিন্তু তার জন্য ততটাই যোগ্য হয়ে উঠতে হবে, শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে হবে। মাম্মা-বাবা বলার পর, যদি তাদেরকে ভুলে যাও অথবা তাদের হাত ছেড়ে দাও, তাহলে কখনোই বাবার গলার হার হয়ে উঠতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে বাবা কত ভালবাসেন! বাবা বাচ্চাদেরকে মাথায় করে রাখেন। অসীমের পিতার কত সন্তান রয়েছে। বাবা, বাচ্চাদেরকে কত উচ্চস্থানে, সম্মান দিয়ে মাথায় করে রাখেন। তাহলে কত অপার আনন্দে থাকা উচিত আর শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলা উচিত! কেবলমাত্র এক বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। নিজের মনমত অনুযায়ী চললেই মরবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ দেবতা হয়ে উঠবে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে - কত নম্বরে পাশ করবে? বাবাও বলেন যে, বাচ্চারা সূর্যবংশী হয়ে ওঠো। তার জন্য মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। নিজের মতন অন্যদেরকেও স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলতে হবে। যখন কেউ শিববাবার সামনে আসে, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে - কতজনকে নিজের মতো বানাতে পেরেছ? কত মজার কথা। এসব কথা শুধুমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো, নতুন কেউ এসব একেবারেই বুঝতে পারবে না যে, এ হল মানুষ থেকে দেবতা বানানোর কলেজ। কারোর কারোর আবার ৭ দিনেই বাবার সঙ্গের রং লেগে যায়। কারোর আবার একেবারেই রং লাগে না। তখন তার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়। সর্বপ্রথম কথা বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা কর যে - তোমরা কি অসীমের বাবাকে জানো? তখন তারা বলে - হ্যাঁ, তিনি আমার মধ্যেও আছেন, তিনি তো সর্বব্যাপী। তাহলে আর জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই। যখন তাঁকে তুমি পিতা বলে ডাকো, তাহলে তোমার পিতা তোমার মধ্যে অথবা আমার মধ্যে কিভাবে থাকতে পারেন? বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা হয়। তাই সর্ব প্রথমে আলফ (আল্লাহ বা পিতা) এর বিষয়ে বাচ্চাদেরকে বোঝাও।

বাবা বলেন - "আমার হারানিধি বাচ্চারা"। এমন মধুর ভাবে কোনো সাধু সন্ন্যাসীরাই বলতে পারে না। তোমরা জানো যে, অবশ্যই তোমরাই শিববাবার হারানিধি সন্তান, তোমরা ৫ হি বছরের পর পুনরায় বাবার সাথে মিলিত হয়েছো, স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে, তোমরাই স্বর্গের মালিক ছিলে, পুনরায় তোমরাই আবার স্বর্গের মালিক

হবে। স্বর্গে অবশ্যই যেতে হবে। তারপর সেখানে আপন আপন পুরুষার্থ অনুসারে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মাতা পিতাকে ফলো করে, অন্যদেরকে নিজের সমান গড়ে তোলার সেবা করতে হবে। স্বদর্শন চক্র হয়ে উঠতে হবে এবং অন্যদেরকেও বানাতে হবে।

২) বাবার গলার হার হয়ে ওঠার জন্য, বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই। স্মরণের ধুন এ থাকতে হবে।

বরদানঃ- দেহ অভিমানের ত্যাগের দ্বারা সদা স্বমানে স্থিত হয়ে থেকে সম্মানধারী ভব

যে বাচ্চারা এই এক জন্মে দেহ-অভিমানের ত্যাগ করে, স্বমানে স্থিত হয়ে থাকে, তাদের এই ত্যাগের রিটার্নে (পরিবর্তে) ভাগ্যবিধাতা বাবার দ্বারা সমগ্র কল্পের জন্য সম্মানধারী হয়ে ওঠার ভাগ্যপ্রাপ্ত হয়ে যায় । অর্ধেক কল্প ধরে প্রজাদের থেকে সম্মান প্রাপ্ত হয়ে থাকে, অর্ধেক কল্প ভক্তদের থেকে সম্মান প্রাপ্ত হয়। আর এই সময়ে সঙ্গমযুগে স্বয়ং ভগবান তাঁর স্বমানধারী বাচ্চাদেরকে সম্মান দিয়ে থাকেন। স্বমান আর সম্মান এই দুয়ের একে অপরের সাথে নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

স্লোগানঃ- প্রত্যেক পদক্ষেপে বাবার ব্রাহ্মণ পরিবারের দোয়া (আশীর্বাদ) নিতে থাকো, তবে সর্বদাই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;